"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের সাথে সাথে পড়ার প্রতিও সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে, স্মরণের দ্বারা পাবন হবে, আর পড়ার দ্বারা এই বিশ্বের মালিক হবে"

*প্রশ্নঃ - স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য কোন্ পুরুষার্থ জরুরী?

*উত্তরঃ - স্কলারশিপ নিতে হলে সব জিনিসের থেকে মমত্ব দূর করো । ধন, বাচ্চা, ঘর ইত্যাদি কোনকিছুই যেন স্মরণে না আসে । শিব বাবাই যেন স্মরণে থাকে, সম্পূর্ণ স্বাহা, তখনই উচ্চ পদের প্রাপ্তি হবে । বুদ্ধিতে এই নেশা থাকা উচিত যে, আমরা কতো বড় পরীক্ষা পাশ করি । আমাদের পড়া কতো উচ্চ, আর যিনি পড়ান, তিনি স্বয়ং দুঃখহর্তা, সুখকর্তা বাবা, ওই মোস্ট বিলাভেড আমাদের পড়াচ্ছেন।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের বাবা আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে বোঝান, পড়ান, তাই বাচ্চাদের কতো নেশা থাকা উচিত। আত্মাই তো পাঠ গ্রহণ করে, তাই না । আত্মা সংস্কার নিয়ে যায়, শরীর তো শেষ হয়ে যায় । তাই বাবা বসে বাচ্চাদের পড়ান। আত্মারা বুঝতে পারে যে, আমরা পড়ছি, যোগ শিখছি । বাবা বলেন যে, স্মরণে থাকো তাহলে তোমাদের পাপ দূর হবে । পতিত পাবন তো এক বাবা-ই। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকে তো আর পতিত পাবন বলাই হবে না । লক্ষ্মী - নারায়ণকে কি বলা হবে? না । পতিত পাবন তো হলেন একজনই। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পাবন বানান একমাত্র একজনই। তিনিই তোমাদের বাবা । বাচ্চারা জানে যে, মোস্ট বিলাভেড অসীম জগতের বাবা, যাঁকে ভক্তিমার্গে মানুষ স্মরণ করে এসেছে, বাবা এসো, এসে আমাদের দুঃখ হরণ করো, সুখদান করো । সৃষ্টি তো ওই একই। এই চক্রে তো সবাইকে আসতেই হবে । ৮৪ র চক্রও বাবা-ই বুঝিয়েছেন। আত্মাই সংস্কার নিয়ে যায় । আত্মা জানে যে, এই মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে অথবা নরক থেকে স্বর্গে যাওয়ার জন্য আমরা এই পড়াশোনা করছি । বাচ্চারা, বাবা আসেন তোমাদের আবারও এই বিশ্বের মালিক বানাতে । তোমরা কতো বড় পরীক্ষা পাস করছো । বড়-র থেকেও বড় বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন। যেই সময় বাবা বসে তোমাদের পড়ায় তখন তোমাদের নেশা চড়ে যায় । বাবা অনেক এবং তীব্র গতিতে তোমাদের নেশা চড়িয়ে দেন। বাবা আসেনই তোমাদের অমরলোকের জন্য উপযুক্ত করতে । এখানে তো কেউই উপযুক্ত নয় । তোমরাও জানো যে, আমরা উপযুক্ত দেবতাদের সামনে মাথা ঠেকাতে এসেছি । এখন বাবা আবার আমাদের এই সমগ্র বিশ্বের মালিক বানান। তাই সেই নেশা চড়ে থাকা উচিত। এমন নয় যে, এখানে নেশা চড়ে গেলো, আবার বাইরে গেলেই নেশা কম হয়ে গেলো । বাচ্চারা বলে যে - বাবা, আমরা তোমাকে ভুলে যাই। তুমি এই পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরে এসে আমাদের পড়াও,বিশ্বের মালিক বানাও। বাচ্চারা, তোমরা এই বিশ্বের বাদশাহীর অনেক বড় লটারী পাও, কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত। তাই এই এমন উচ্চ পড়ার প্রতি খুব ভালোভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। কেবল স্মরণের যাত্রায় কাজ হবে না, ঈশ্বরীয় পড়াও আবশ্যক। ৮৪ র এই চক্র কিভাবে আবর্তন করে, এও বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকা উচিত।

তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা খুব তীব্রগতিতে নেশা চড়ান। তোমাদের মতো বড় মানুষ কেউই হতে পারবে না, তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে যাও। তোমরা ছাড়া আর কেউ এই বিশ্বের মালিক হয়েছে কি? বানানোর জন্য বাবাকেই তো চাই, আর কারোরই শক্তি নেই। বাচ্চারা, তোমাদের খুব শুভ বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন। বাবা জ্ঞান অমৃতের ডোজ চড়াতে থাকেন। কেবল এর উপর টিকে থাকলেই চলবে না যে, আমরা বাবাকে খুব স্মরণ করি । এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা পাবন হয়ে যাবে, কিন্তু পদও প্রাপ্ত করতে হবে । পাবন তো মোচড় খেয়েও সবাইকে হতেই হবে, কিন্তু বাবা এসেছেন বিশ্বের মালিক বানাতে, সবাই তো শান্তিধামেই যাবে । গিয়ে সবাই কি ওখানে বসে থাকবে নাকি? সে তো কোনো কাজের কথা হবে না । কাজের তো তারাই, যারা এসে স্বর্গে রাজত্ব করে । তোমরা এখানে এসেছোই স্বর্গের বাদশাহী নিতে । তোমাদের বাদশাহী ছিলো, তারপর মায়া তা ছিনিয়ে নিয়েছিলো । এখন আবারও তোমাদের মায়া রাবণকে জয় করতে হবে, তোমাদেরই এই বিশ্বের মালিক হতে হবে । তোমাদের এখন রাবণকে জয় করতে হবে, কেননা তোমরা রাবণ রাজ্যে বিকারী হয়ে গেছো, তাই মানুষের তুলনা বানরের সঙ্গে করা হয় । বানর খুব বেশী বিকারী হয় । দেবতারা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী । এই দেবতারাই ৮৪ জন্মের অন্তিমে পতিত হয়ে গেছে । বাবা বলেন যে, তোমাদের হাতে যে ধন, বাচ্চা, শরীর ইত্যাদি আছে, সবকিছু থেকেই মমত্ব দূর করতে হবে । বিত্তবানরা তো অর্থের পিছনে ছুটে মরে । এক মুঠো পয়সাও তারা ছাড়ে না । রাবণের জেলে পড়ে থাকবে । কোটির মধ্যে কয়েকজন বের হবে যারা সব জিনিস থেকে মমত্ব দূর করে বানর থেকে দেবতা হয়ে যাবে । বিত্তবান যারা, বড় বড় লাখপতি আছে, তারা মুঠিতে অর্থ ধরে থাকে, তাদের জীবনও

তেমনই। সারাদিন মহল, বাচ্চা ইত্যাদিই স্মরণে আসতে থাকবে। তাদের স্মরণেই মৃত্যু হবে। বাবা বলেন যে, শেষের দিকে অন্য কোনো জিনিস যেন স্মরণে না আসে। কেল মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে জন্ম - জন্মান্তরের পাপ নাশ হয়ে যাবে। বিত্তবানদের অর্থ তো সব মাটিতেই মিশে যাবে কেননা পাপের অর্থ তো, তাই না। কাজে আসে না। বাবা বলেন যে, আমি গরীবের ভগবান, গরীবকে বিত্তবান আর বিত্তবানকে গরীব বানিয়ে দেবো। এই দুনিয়া তো পরিবর্তন হয়, তাই না। এখানে অর্থের কতো নেশা থাকে - আমার এতো ধন-সম্পত্তি আছে, মোটর আছে, মহল আছে ...। তখন যতই মাথা ঠুকতে থাকো না কেন যে, বাবাকে স্মরণ করবো কিন্তু স্মরণ টিকতে পারে না। 'ল' (নিয়ম) এমন নয়, কোটিতে অল্পকিছুই মাত্র বের হবে। বাকি তো মানুষ অর্থকেই স্মরণ করতে থাকবে। বাবা বলেন যে, দেহ সহ তোমরা যা কিছুই দেখো, সেই সবকিছুকেই ভুলে যাও, এতে আটকে পড়লেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা তো পুরুষার্থ করাবেন, তাই না। তোমরা এখানে নর থেকে নারায়ণ হতে এসেছো, তাই এতে যোগও সম্পূর্ণ চাই। যে কোনো জিনিস, সে ধনই হোক বা বাচ্চা ইত্যাদিই হোক, এক শিব বাবা ছাড়া কিছুই যেন স্মরণে না আসে, তখনই তোমরা উচ্চের থেকেও উচ্চ স্কলারশিপ নিতে পারো, উচ্চ প্রাইজ প্রাপ্ত করতে পারো। ওরা বিশ্বে শান্তির জন্য রায় দান করে তখন পাই পয়সার মেডেলও পেয়ে যায়। এতেই তারা খুশী হয়ে যায়। তোমরা এখন কি প্রাইজ পাও? তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও। এমন নয় যে, আমরা পাঁচ - ছয় ঘন্টা স্মরণে থাকি, ব্যস তাহলেই এমন লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়ে যাবো। এমন নয়, এতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এক শিব বাবারই যেন স্মরণ থাকে আর পরের দিকে এক শিব বাবা ছাড়া কিছুই যেন স্মরণে না আসে। তোমরা অনেক বড় দেবতা তৈরী হচ্ছো।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরাই পূজ্য ছিলে, তারপর মায়া তোমাদের পূজারী পতিত বানিয়ে দিয়েছে। মানুষ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কি ব্রহ্মাকে দেবতা মানো, নাকি ভগবান বলে মানো? বলো, আমরা তো বলি না যে, ব্রহ্মা ভগবান। তোমরা এসে বোঝো। তোমাদের কাছে খুব ভালো ভালো চিত্র আছে। ত্রিমূর্তি, গোলা আর কল্পবৃক্ষের (ঝাড়ের) চিত্র এক নম্বর। শুরুর দিকের এই দুই চিত্র হলো প্রধান, এই দুই চিত্রই তোমাদের অনেক কাজে আসবে। লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র তোমরা বিলেতে নিয়ে যাও, এর থেকে তো ওরা জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না। সবথেকে মুখ্য চিত্র হলো - ত্রিমূর্তি, গোলক আর কল্পবৃক্ষ। এতে দেখানো হয়েছে - কে কে কবে আসে, আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম কবে শেষ হয়, এরপর এক ধর্মের স্থাপনা কে করেন? অন্য সব ধর্মই শেষ হয়ে যায়। সবথেকে উপরে থাকেন শিববাবা, তারপর 'ব্রহ্মা সো বিষ্ণু, বিষ্ণু সো ব্রহ্মা'। একথা তো বোঝাতে হবে, তাই না। এরজন্যই চিত্র বানানো হয়েছে, বাকি সূক্ষ্মবতন তো কেবল সাক্ষাৎকারের জন্য মানা হয়। বাবা হলেন রচয়িতা, প্রথমে সূক্ষ্ম বতনের, তারপরে স্থূল বতনের। ব্রহ্মা তো দেবতা নন, বিষ্ণু হলেন দেবতা। তোমাদের বোঝানোর জন্য সাক্ষাৎকার করানো হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানেই আছেন, তাই না। ব্রহ্মার সাথে আছেন ব্রাহ্মণ, তারাই আবার দেবতা হবেন। দেবতারা তো সজ্জিত থাকেন, এদের ফরিস্তা বলা হয়। ফরিস্তা হয়ে তারপর আবার এসে দেবতা পদ পাবেন। গর্ভ মহলে জন্ম নেবেন। এই দুনিয়া পরিবর্তন হতে থাকে। ভবিষ্যতে তোমরা সব দেখতে থাকবে। তোমরা আরো সুন্দর এবং মজবুত হয়ে যাবে। আর অল্প সময়ই বাকি আছে। তোমরা এখানে এসেছো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। কেউ যদি ফেল করে যায়, সে তখন প্রজা হয়ে যায়। সন্ন্যাসীরা এইসব কথা বোঝাতে পারেন না। মানুষ গেয়ে থাকে - রাম রাজা, রাম প্রজা...। তাহলে সেখানে কিভাবে অধর্মের কথা হতে পারে! এই সবই ভক্তিমার্গের কথা, তাই এমন গায়ন আছে যে - মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া....মায়া ধন-কে নয়, পাঁচ বিকারকে বলা হয়। ধনকে সম্পত্তি বলা হয়। মানুষ একথাও জানে না যে, মায়া কাকে বলা হয়। একথা বাবা-ই মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন।

বাবা বলেন যে, আমি পরম আত্মা তোমাদের নিজের থেকেও উঁচু, বিশ্বের মালিক বানাই। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় পাঠ গ্রহণ করছো। এ কতো উচ্চ পাঠ। মানুষ থেকে দেবতা হতে সময় লাগে না। দেবতারা থাকে সত্যযুগে, মানুষ থাকে কলিযুগে। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে বসে মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছো। বাবা কতো সহজ করে বলেন। তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, প্রজাও অনেক তৈরী করতে হবে। কল্প - কল্প তোমরা এতো প্রজা তৈরী করো, যা সত্যযুগে থাকে। সত্যযুগ ছিলো, এখন আর নেই, আবারও হবে। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ বিশ্বের মালিক হবেন। চিত্র তো আছেই, তাই না। বাবা বলেন যে - এই জ্ঞান আমি তোমাদের এখন দান করি, এরপর এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়, এরপর দ্বাপর যুগ থেকে ভক্তি শুরু হয়, রাবণ রাজ্য শুরু হয়ে যায়। তোমরা বিলেতে গিয়েও এইকথা বোঝাতে পারো যে, সৃষ্টির এই চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে। লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্রের সঙ্গে অন্য ধর্মের মানুষের তো কোনো কানেকশন নেই, তাই বাবা বলেন, এই ত্রিমূর্তি আর ঝাড় হলো মুখ্য চিত্র। এ হলো এক নম্বর। কল্পবৃক্ষ আর গোলক এর চিত্র দেখে বুঝতে পারবে যে, এই - এই ধর্ম কবে আসবে, ক্রাইস্ট কবে আসবে। অর্ধেক সময়কালে হলো ওইসব ধর্ম, আর বাকি অর্ধেক সময়কালে

থাকবে তোমরা সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশীরা । এ হলো পাঁচ হাজার বছরের খেলা । জ্ঞান - ভক্তি আর বৈরাগ্য। জ্ঞান হলো দিন আর ভক্তি হলো রাত। এরপর অসীম জগতের বৈরাগ্য হয় । তোমরা জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । তাই একে ভুলে যেতে হবে । পতিত পাবন কে, এও সিদ্ধ করতে হবে । দিন - রাত মানুষ গাইতে থাকে - পতিত পাবন সীতা - রাম। গান্ধীও গীতা পড়তেন, তিনিও এমন গাইতেন - হে পতিত পাবন, সীতাদের রাম, কেননা তোমরা সব সীতারা তো ব্রাইডস্, তাই না । বাবা হলেন ব্রাইডগ্রুম। এরপর মানুষ বলে - রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। এখন এই রাম তো ত্রেতার রাজা । এইসমস্ত কথাই দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে । সবাই হাতে তালি দিয়ে গাইতে থাকে । আমিও গাইতাম, এক বছর খাদির কাপড় পরতাম। বাবা বসে বোঝান যে, ইনিও গান্ধীর ফলোয়ার হয়েছিলেন, ইনি তো সবকিছুই অনুভব করেছিলেন। ফার্স্ট থেকে লাস্ট হয়ে গিয়েছিলেন। এখন আবার ফার্স্ট হবেন। মানুষ তোমাদের বলে - যেখানে সেখানে ব্রহ্মাকে বসিয়ে দিয়েছে । তাদের এও বোঝানো দরকার যে - আরে, কল্পবৃক্ষের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। এ কতো ক্লিয়ার, এ তো পতিত দুনিয়ার অন্তিমে দাঁড়িয়ে আছো । শ্রীকৃষ্ণকেও উপরে দেখানো হয়েছে । দুই বিড়াল লড়াই করে আর মাঝখান থেকে শ্রীকৃষ্ণ মাখন খেয়ে নেয় । মাতাদের সাক্ষাৎকার হয়, তারা মনে করে যে, ওনার মুখে মাখন আছে বা চান্দ্রমা আছে । বাস্তবে এ হলো মুখে বিশ্বের বাদশাহী । দুই বিড়াল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর তোমরা দেবতারা মাখন পেয়ে যাও। এ হলো বিশ্বের বাদশাহী রূপী মাখন। মানুষ বম্ব ইত্যাদি তৈরীরও অনেক ইমপ্রুভমেন্ট করছে, এমন জিনিস দিয়ে বম্ব তৈরী করে, যাতে মানুষ ফট্ করে মরে যায় । এমন যেন না হয় যে, মানুষ চিৎকার করতে থাকে । হিরোশিমাতে যেমন, এখনো অসুস্থ মানুষ পড়ে রয়েছে । বাবা তাই বোঝান - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, অর্ধেক কল্প পর্যন্ত তোমরা খুশীতে থাকো । সেখানে কোনোপ্রকার লড়াই ইত্যাদির নাম থাকে না । এই সবই পরের দিকে শুরু হয়েছে । এইসব ছিলোও না আর থাকবেও না । চক্র তো রিপিট হয়, তাই না । বাবা সবকিছুই খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন যে, এই সবকিছুই বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে আর ঈশ্বরীয় সেবাতে লেগে যেতে হবে । এ তো ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া, একে বিষয় বৈতরণী নদী বলা হয় । তাই বাচ্চাদের বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন - তোমরা নিজেদের ততটা উঁচু মনে করো না, যতটা বাবা তোমাদের উঁচু মনে করেন। বাচ্চারা, তোমাদের খুব নেশা থাকার প্রয়োজন, কেননা তোমরা অনেক উচ্চ কুলের। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের বুদ্ধিকে সুন্দর করার জন্য রোজ জ্ঞান অমৃতের ডোজ দিতে হবে । স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে পড়ার প্রতিও অবশ্যই সম্পূর্ণ ধ্যান দিতে হবে, কেননা এই ঈশ্বরীয় পাঠের দ্বারাই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয় ।

২) আমরা হলাম উচ্চ থেকেও উচ্চ কুলের, স্বয়ং ভগবান আমাদের পড়ান, এই নেশাতেই থাকতে হবে । জ্ঞান ধারণ করে ঈশ্বরীয় সেবাতে লেগে যেতে হবে ।

বরদানঃ- সন্তুষ্টতার বিশেষত্বের দ্বারা প্রতিটি কড়া পেপারে সফল হয়ে দৃঢ়তা সম্পন্ন ভব

সন্তুষ্টতা হলো ব্রাহ্মণদের বিশেষ লক্ষণ। যে পার্টই পেয়েছো, তাতে সন্তুষ্ট থাকাই হলো সামনে এগিয়ে যাওয়া । কিছু যদি নীচে - উপরে হয়ে যায়, কেউ যদি ইন্সাল্টও করে দেয়, তবুও দাতার বাচ্চা কখনোই কোনো বিষয়ে অসন্তুষ্ট হতে পারে না । সে স্বয়ংও সন্তুষ্ট আর অন্যের প্রতিও সন্তুষ্ট থাকবে । এরজন্য দৃঢ়তা সম্পন্ন সঙ্কল্প করো যে, যতই কড়া পেপার এসে যাক না কেন, আমাকে সন্তুষ্ট থাকতেই হবে, তাহলেই সফল হতে থাকবো ।

স্লোগানঃ- হাসিখুশী সে-ই হয়, যার হৃদয়ে সদা খুশীর সূর্য উদিত থাকে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;